

জেডার পলিসি-রিভিউ

এসোসিয়েশন ফর অলটারনেটিভ ডেভেলপমেন্ট(এএফএডি)

আরকে রোড, খলিলগঞ্জ, কুড়িগ্রাম।

(১) ভূমিকা :

এসোসিয়েশন ফর অলটারনেটিভ ডেভেলপমেন্ট (AFAD) নারী উন্নয়নে একটি ব্যতিক্রম ধর্মী প্রতিষ্ঠান। কুড়িগ্রাম জেলার অবহেলিত, অসচেতন, দারিদ্র ক্রিষ্ট নারী সমাজের জাগরন তাদের জীবনমান উন্নয়নে স্থানীয় কিছু শিক্ষিত, সমাজ সচেতন মহিলার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এই নারী উন্নয়ন সংগঠনের সৃষ্টি।

১৯৯৮ সনের অক্টোবর মাসে প্রথম সাধারণ সভার মাধ্যমে সকল সদস্য একযোগে নারী উন্নয়নে অবদান রাখতে আগ্রহী হন এবং তখন থেকেই এর কার্যক্রম চলে আসছে।

(২) প্রতিষ্ঠানের ভিশন :

নারী পুরুষের সম অংশগ্রহনে সামাজিক বিপ-বের মাধ্যমে সংস্কারমুক্ত ও যুগোপযোগী নারী উন্নয়ন। নারীর অধিকার ও ক্ষমতায়ন প্রতিষ্ঠা করা। **ভিতরের লুকায়িত স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দেওয়া।**

(৩) মিশন : -

- নারী সমাজকে সচেতন ও সংগঠিত করা।
- সমাজ জীবনের সকল ক্ষেত্রে স্বাধীনতার গৌরবময় ঐতিহ্য ধারণ ও স্বাধীনতার মূলনীতি শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা।
- বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ এবং নারীর কর্মক্ষমতার মাধ্যমে দেশীয় সম্পদেও সর্বোত্তম ব্যবহার।
- লিঙ্গভিত্তিক বিভাজন পরিহার করা।
- উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহন নিশ্চিত করা।
- মানবাধিকার, নারী ও শিশু অধিকার, নারীর মর্যাদা ও নারীর ক্ষমতায়নে সহযোগিতা দান।
- প্রকৃতি ও পরিবেশ রক্ষায় নারীর অগ্রনী ভূমিকা রাখার সুযোগ সৃষ্টি করা।
- নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ করা এবং নিপীড়িত নারীর জন্য আইনী সহায়তা দান।
- দুর্যোগকালে মানবিক সহায়তা ও সেবা দান।

(৪) কর্মীদের জন্য ইতিবাচক পদক্ষেপ সমূহ :

- মূল্যবোধ, আচরন ও সংস্কৃতি।
- কর্মী উন্নয়ন।
- ব্যবস্থাপনা।
- আর্থিক ও অন্যান্য বিষয়।
- নিয়োগ, পোষ্টিং, বদলি, ছুটি, পদোন্নতি কারন দর্শানো এবং বরখাস্ত।
- ভৌত সুবিধা।
- কর্মসূচী ও কর্মক্ষেত্র।

(৫) কৌশল:

নিম্নলিখিত কর্মকৌশলের মাধ্যমে এএফএডি - এর নীতিমালার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জন হতে পারে।

নিম্নের ৩টি ক্ষেত্রে **Review** লাভ করা প্রয়োজন।

- নীতিমালা।
- কাঠামো।
- মানব সম্পদ।

রিভিউ এর মাধ্যমে জেডার গ্যাপগুলো চিহ্নিত ও পুরন করার পদক্ষেপ গ্রহন করা ।

- জেডার প্রেক্ষিতে সংগঠন উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ধারণা দেওয়া ।
- সংগঠনের জেডার সংবেদনশীল হওয়া ।
- সংগঠনে জেডার সংবেদনশীল পরিবেশ তৈরী করা ।

(৬) মূল্যবোধ, আচরন ও সংস্কৃতি :

(১) নারী পুরুষের সমতা প্রতিষ্ঠানের অন্যতম মূল্যবোধ। তাই এই চিন্তাচেতনা ও প্রয়োগের অনুশীলন প্রতিষ্ঠানেও অন্যতম বিবেচ্য হবে।

- তথ্যে নারীর অধিকার ।
- শারীরিক শ্রমে নারীর অধিকার ।
- সময় ও অর্থে নারীর অধিকার ।
- সিদ্ধান্তগ্রহনে নারীর অধিকার ।
- স্বাস্থ্য ও প্রজননে নারীর অধিকার ।
- সব ধরনের কাজ করার ক্ষমতাই নারীর অধিকার ।
- প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সকল কর্মীর উন্নয়নে জন্য প্রতিষ্ঠানে দেশে ও দেশের বাইরে প্রশিক্ষন সভা সেমিনার কর্মশালা ও উচ্চশিক্ষায় অংশগ্রহনের সুযোগ থাকবে ।

(৭) আচরন ও বিধি :

- অফিসে উপস্থিতি কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করার প্রতি নারী ও পুরুষ কর্মী নিষ্ঠাবান হবেন ।
- জেডার নীতির আলোকে নারী ও পুরুষ উভয়ের মধ্যে প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও মর্যাদাপূর্ণ আচরন করবেন ।
- কর্মীর কাজের জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা থাকবে ।
- সংগঠনের স্বার্থহীনতার বা নৈতিকতা বিরোধী কোন কর্মকাণ্ডে কোন কর্মী জড়িত হবেন না ।
- সংগঠনের সম্পদ ব্যবহারে নিয়ম বহির্ভূত কোন সুবিধা ভোগ করবে না ।
- নারীর প্রতি কোন রকম অসৌজন্য মূলক আচরন করা যাবে না ।

(৮) অপরাধ ও শাস্তি

এএফএডি একটি সূষ্ঠ ও জেডার সংবেদনশীল পরিবেশ রাখার দায়িত্ব সকল কর্মীর । যে পরিবেশ বিভিন্ন স্তরের সকল নারী পুরুষ কর্মীরা তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে পারবে । এএফএডি এর চাকুরী বিধিমালা অনুসারে সংস্থার প্রধান নির্বাহী যে, কোন কর্মকর্তা/কর্মীকে শাস্তি প্রদানের ক্ষমতা সংরক্ষন করেন ।

(৯) ব্যবস্থাপনা:

(ক) আর্থিক ও অন্যান্য সুবিধা:

বেতন স্কেল ,বাড়িভাড়া , গ্রাচুইটি ,প্রভিডেন্টফান্ড ,চিকিৎসা ,ইনক্রিমেন্ট, ভ্রমনভাতা ,যাতায়াতভাতা, বিদেশ ভ্রমনভাতা প্রশিক্ষনভাতা ,অবসর ও বিশেষ সুবিধা, পরিবহন ও যোগাযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ কর্মী একই নিয়মের অধিকার হবে ।

তবে বাস্ভ্র অবস্থার কারণে কিছু সুবিধার ক্ষেত্রে নারী কর্মী অগ্রাধিকার পাবে ।

এটা বলা বাহুল্য যে , সবটাই নির্ভর করবে সংগঠনের সামর্থ্যের উপরে ।

(১০) যোগাযোগ

(১)

- মাঠ পর্যায়ে কর্মরত সকল কর্মী প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা ও কাজের ধরন অনুযায়ী সাইকেল ব্যবহারের অধিকারী হবে ।
- নারী কর্মীর মোটর সাইকেল চালাতে প্রতিবন্ধকতা থাকলে বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহনের সুযোগ থাকবে ।

- নারী কর্মীদের ক্ষেত্রে একজন সমন্বয়কারী বা সমপর্যায়ের কর্মী মাঠ পরিদর্শন কাজে গাড়ি ব্যবহারে ও অধিকারী হতে হবে। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে নির্বাহী প্রধানের অনুমোদন ক্রমে প্রতিষ্ঠানের যে কোন কর্মী এই সুযোগের অধিকারী হতে পারবে।
- নিয়োগ, পোষ্টিং, পদোন্নতি, বদলি, ছুটি, কারণ দর্শাও, অব্যাহতি ও বরখাস্ত নিয়োগ (১) প্রতিষ্ঠানে কর্ম পক্ষে এক তৃতীয়াংশ পুরুষকর্মী থাকবে।

(১০)

(২)

- কর্মী নিয়োগ নারী অগ্রাধিকার পাবে। তবে বাস্দের অবস্থায় কোন পদে উপযুক্ত নারী প্রার্থী না পাওয়া গৌন দক্ষ পুরুষ কর্মী নিয়োগ করা হবে।
- যে কোন পদে একই যোগ্যতা, মেধাসম্পন্ন নারী এবং পুরুষ প্রার্থীর ক্ষেত্রে নারী অগ্রাধিকার দেয়া হবে।
- কর্মী নিয়োগ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার মান পুরুষের তুলনায় নারীর ১০% কম হবে।
- কর্মী নিয়োগ বোর্ডে অবশ্যই এক তৃতীয়াংশ পুরুষ থাকবে।
- প্রার্থীর আবেদন পত্র ও কর্মীর ব্যক্তিগত নথিতে, মাতা, পিতা এবং স্ত্রী/স্বামীর নাম উলে-খ থাকবে।

(১১)

ছুটি:

- নৈমিত্তিক, অর্জিত ও অসুস্থতা জনিত ছুটির নিয়ম সকল কর্মীর ক্ষেত্রে থাকবে।
- একজন নারীকর্মী মাতৃত্বজনিত কারণে পূর্ণ বেতনে মোট (৪) মাস ছুটি পাবে। প্রয়োজনে অসুস্থাজনিত ও অর্জিত ছুটি এই ছুটির সাথে যুক্ত হতে পারবে। জরুরী কারণে এ কর্মীর আরো ছুটি প্রয়োজন হলে বিশেষ বিবেচনায় বিনা বেতনে ছুটি গ্রহণের সুযোগ থাকবে।
- পুরুষ কর্মী তার স্ত্রীর প্রসবকালে ও পরবর্তী কিছুদিন স্ত্রীর পাশে থেকে মানসিক সাহচর্য প্রদান সন্ডান পরিচর্যায় সহযোগিতা করার জন্য ১৫ দিন পিতৃত্বজনিত ছুটি পাবে।
- নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকল কর্মী সন্ডানের অসুস্থতা ও সন্ডানকে স্কুল থেকে আনা নেয়ার জন্য অফিস সময়ে সর্বোচ্চ ১ ঘন্টা ছুটি পাবে।
- (বাচ্চাকে দুধ খাওয়ার জন্য)

(১২)

- এই সুবিধা কর্মীর কেবলমাত্র দুই সন্ডান পর্যন্ড কার্যকর হবে।
- নারী বান্ধব ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা সংগঠনে নারী ও পুরুষ কর্মীর জন্য পৃথক টয়লেট থাকবে।
- নারী ও পুরুষ কর্মীদের জন্য পৃথক অতিথি কক্ষ থাকবে।
- সংগঠনের আর্থিক সঙ্গতি সাপেক্ষে স্বয়ংসম্পূর্ণ শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র বা ক্রেশ থাকবে এবং তা পরিচালনার জন্য উপযোগী নীতিমালা প্রনয়ন করা হবে।
- সন্ডান জন্মদানের ১ বছর পর্যন্ড নারী কর্মী দুপুবের বিরতি কালে সন্ডানকে বুকের দুধ পান করানোর জন্য ব্রেস্ট ফিডিং এর জন্য ১ ঘন্টা সময় পাবেন (এই সুযোগ শুধু দিবা যত্ন কেন্দ্র স্থাপনের আগ পর্যন্ড বহাল থাকবে)।
- কর্মক্ষেত্রে ও কর্মসূচীতে জেন্ডার সংগঠনে জেন্ডারকে পাশ কাটিয়ে কোন কর্মসূচী নেয়া হবে না।
- কর্মসূচী গ্রহন ও কর্মক্ষেত্রে অভীষ্ট জন গোষ্ঠীর মধ্যে নারীর পাশাপাশি পুরুষদের অন্ডভুক্ত করতে হবে।